প্রথম আলো

একজন ভালোবাসাভরা মানুষের বিদায়

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের প্রয়াণ

সাজ্জাদ শরিফ



সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (১৯৫১—২০২৫)

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম চলে গেলেন। চলে গেলেন আকস্মিক অনেই একবারে। এই যুগে ৭৪ বছর কি বিদায় নেওয়ার মতো কোনো বয়স?

এক সপ্তাহ আগে, ৩ অক্টোবর, সৈয়দ মনজুরের যখন হার্ট অ্যাটাক হলো, তখন দেশে তিনি একাই একা। তাঁর একমাত্র ছেলে সায়মন্তক ইসলাম বহুদিন আগেই প্রবাসে সংসার পেতেছেন। ছী সাদাফ ইসলামও অল্প কয়েক দিন হলো দিলেশে গেছেন, ছেলের সান্নিধ্যে। কিন্তু সৈয়দ মনজুর মনস্থটাই এমন যে এই শহরে একা শহরের বাইরে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী শেষ নেই।

সাড়ে বারো ঘণ্টার পথে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। সেই ধাক্কায় সাজা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনা ফিরতেই ফোনটা খুলে ফেসবুকে তাঁর ড্রাইভারের হাতে দিতে পেরেছিলেন তিনি। বলেছিলেন তাঁর কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীকে খবর দিতে। ব্যস, এই শুভাকাঙ্ক্ষীরাই তাঁর চিকিৎসা আর পরিচর্যায় সব ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। পরের একটি সপ্তাহ্যুক্তে এঁদের অক্লান্ত সেবা আর যত্ন কোরকের মতো অস্ফুট দুঁড়ির মতো তাঁকে জাগ্রত করে রেখেছিল। কিন্তু তাঁকে কোনোভাবেই ধরে রাখা গেল না।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৮৩-৪৪ সালের প্রথমার্ধে, ইত্তেফাক পত্রিকার

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

» চলে গেলেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আরও সাজান পৃষ্ঠা ৪

একজন ভালোবাসাভরা মানুষের বিদায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাহিত্য সম্পাদক আল মুজাহিদীর দপ্তরে। অতি বিশ-বাইশ বছরের তরুণ গল্প-লেখকেরা, সৈয়দ মনজুর মজাহিরিশ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধকারী অধ্যাপক। গ্রামে আসাদেই অধিকাংশ অক্ষরজ্ঞানের সূত্রপাত। এরপর আমার বড় ভাইয়ের ঝাঁনবন্ধুদের মধ্যে মিঠে কত কত গ্রাম যে তাঁর পড়িয়ে আজও মেতেছি, অন্ত ছাসে করেছি। তাঁর ঠিকানা পাল্টেছে—এলিফ্যান্ট রোডে ভোরাতেকের পল্লি থেকে লালমাটিয়া, লালমাটিয়া থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলধারা রোডের শিক্ষক-নিবাসে। তাঁদের নতুন সদস্যদের একান্ত নিভৃতি তন্ময় করে দেওয়া সেই আড্ডা চলেছে অবিরাম।

এই অনতিদীর্ঘ সময়ে দেখেছি সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ক্রমপ বিকাশ।

তবু বিশ্বাসই ছিল সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সিক্সের এলাকা, তাঁর ক্লাসের ডানা মেলার মতো স্ফূর্তির নভোমণ্ডলী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন ইংরেজি সাহিত্য। ক্লাস নিতেন নিয়মিত, সময়মতো হেসেন। ছিলেন নিবিষ্ট শিক্ষক। গুরুগম্ভীর তো নয়ই, বরং

[illegible] ঘনিষ্ঠ, মৌলুনমুদার, সহজে গল্প করার মতো একজন প্রাণখোলা মানুষ। এমন শিক্ষক তাঁর সঙ্গে তর্ক করা যায়, ঠিকমি কাটি যায়, রসিকতা করা যায়—তিনি হয়ে উঠতে পারেন আবেগের আপনজন বন্ধু, ছাত্রদের ভালোবাসার পাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব লিভারপুল আর্টসে দীর্ঘ শিক্ষকতা-জীবনে অক্লান্ত ছাত্রবৎসল সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে, কিন্তু সৈয়দ মনজুরকে তাঁরা কখনো ছেড়ে দেননি। ক্লাসের শিক্ষক শুধু মানলে গিয়েছিলেন স্নেহভরা বন্ধুকে।

এই নিবিড়তা সত্ত্বেও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ক্লাসরুমের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। নিজ গুণে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বৃহত্তর পরিসরে। পড়তেন সাহিত্য, বিশেষ আগ্রহ ছিল নন্দনতত্ত্বে। ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমির সে সময়কার মহাপরিচালক মনজুরুল মজলার তথাপিতের 'ছায়া-পথীন মহুমায়া' নিবিড়ে তাঁর প্রথম প্রকাশিত বইয়ের শিরোনাম যে মনমাতাল, সেটি কেবলে আকস্মিক ব্যাপার নয়। তিনি পড়তেন উত্তর-আধুনিকতা, উত্তর-ঔপনিবেশবাদ ও উত্তর-

উপনিবেশবাদের তত্ত্বরূপাণ, তবে এর টীকা সামাজিক-রাজনৈতিক পালাবদলেও তাঁর আগ্রহ ছিল কম। তিনি ছিলেন রুচি ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ মানুষ। এসব নতুনকর ভাবনার চমৎকার সৌন্দর্য সৈয়দ মনজুরকে বিমোহিত করেছিল বেশি। তার এর নিপুণ প্রকাশ ঘটেছিল প্রবন্ধ-নিবন্ধের বদলে তাঁর গল্পে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন তাঁর বাবা সৈয়দ আমিরুল ইসলাম মারা যান। সেই বেদনাকরা অভিঘাতে, ১৯৭৩ সালে, 'বিশাল দুঃখ' নামে তিনি প্রথম গল্প লিখেছিলেন। তখনকার মতো সেটিই শেষ। আর লেখেননি। বহু বছর পরে গল্পে যখন আবার ফিরে এলেন, গল্প বলার ভঙ্গিটি তখন পুরো পালটে গেছে। ঢাকাগরের এই সময়টাতে তিনি পাঠক ও শিক্ষক হিসেবে সাম্প্রতিক তত্ত্ব ও সাহিত্য পড়ে ও পড়িয়ে এসেছেন।

নতুন করে তিনি গল্প বুনতে শুরু করলেন দীর্ঘকাল লেখা প্রথম উপন্যাসের মধ্য দিয়ে, ব্যাত্য রাইসুর সঙ্গে, বাংলা একটি দৈনিকে ধারাবাহিকভাবে। কোলাহলের গভীর সমস্যা নিয়ে কয়েকজন একা একা লোক নামে সে উপন্যাসের বড় অংশই তাঁর রচনা। উপন্যাসটির

[illegible] বিজি বের হতো, আর অবাক হয়ে যেতাম সৈয়দ মনজুরের তিক্ত রসিকতা, বাঁকাভাঙা বক্তব্য আর উচ্চমেরি পাগলাম প্রয়োগে। ১৯৯৩-এর দশকে আসেন এক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের আবির্ভাব লক্ষ করা গেল—নতুন চেকমের গল্প-শৈলিতে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যে বাংলা সাহিত্যের অত্যন্তপূর্ণ কুলাসিক লেখক সৈয়দ মুকতাদা আলীর নাতি, এর আগে তার লক্ষণ ধরা পড়েনি। গল্প-উপন্যাসে তা এক নতুন চেহারা নিয়ে হাজির হলো।

এই পথ পর্যন্ত আসার আগে সৈয়দ মনজুর কানাডার কুইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। সাদার্ন মিসিসিপি ইউনিভার্সিটিতে যুক্তরাষ্ট্রে সুতি নিয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। 'অলস সিসেস হ্যাওয়া' নামে সংবাদ পত্রিকার

সাহিত্য সাময়িকীতে সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্য নিয়ে লিখে সুনাম অর্জন করেছেন।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ইমেরিটাস অধ্যাপক হয়েছেন। গল্প আর উপন্যাস লিখে বাংলা একাডেমি আর প্রথম আলো বর্ষসেরা বইয়ের লেখক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। এসবের সাইরে তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন অবশ্য উপরে পড়া ভালোবাসা। এই ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন সবাইকে ভালোবাসা দিতে পারার অসামান্য ক্ষমতার বদলে। যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের অনেকের মনে হয়েছে, সৈয়দ মনজুর তাঁকেই বিশেষভাবে ভালোবাসেন।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জীবনের শেষ কয়েকটি দিন সেই ভালোবাসার উৎসই লেখা গেল তাঁর গুণগ্রাহীদের আকুল সেবাপরায়ণতার মধ্যে। এত ভালোবাসার ক্ষমতা আরই-বা আছে?

The Financial Express

Young researchers' conf'ce at DU today

FE REPORT

In a bid to explore the innovative potential and nurture the creativity of school students, '10th Chintar Chash Young Researcher Conference, 2025' will take place at the Teacher-Student Centre (TSC) of Dhaka University (DU) today (Saturday).

DU Vice-Chancellor Dr Niaz Ahmed Khan will formally inaugurate the day-long event, organised by a voluntary research organisation 'Chintar Chash.' Its chairman Muhammad Shafiqur Rahman will preside over the event.

Students from grades 7 to 10 of various schools will present their research papers and concept notes at the conference.

The Financial Express and the Bonik Barta are the English and Bangla media partners respectively